সুবর্ণরেখা

সুবর্ণরেখা

সরযূপতি সিংহ

প্রাচী প্রকাশ :: কলিকাতা—৫

সরযূপতি সিংহের

অপর কবিতার বই

শিলাবতী

স্বর্গতা মা

নিঃশব্দ প্রহরে
ভাষা তুলে হৃদয়ের কানায় কানায়,—
তারার মুখর আলো
রাত্রির প্রান্তরে
জ্বলে জ্বলে কি কথা জানায়।

কত গান গেয়ে উঠি,
কত মন জাগে—,
উতরোল কারা যেন
শতদল আকাশের
আলো অনুরাগে।

তোমার ঘুমের মাঝে,
আমার জাগায়—,
রাত্রির প্রান্তর-জ্বলা
নিঃশব্দ প্রহরে
রজনীগন্ধার গন্ধে
আকাশেরা কথা কয়ে যায়।

অনেক ব্যঞ্জনা ভরা
শুনেছি তোমার শুধু নাম—
তোমাকেই আজ দেখিলাম।

কেটেছে অনেক দিন,
অনেক বিনিদ্র কালো রাতে—
মনে মনে জপে গেছি
ছন্দিত নামের মালা গেঁথে।
অন্তহীন আবেশে মধুর ঃ
তোমার নামের বাণী
আমারও নামেতে তোলে সুর।

এখন তোমাকে দেখিলাম,
—নাম নয় তোমাতে বিলীন,
অনেক প্রয়াসে যদি ব্যবধান
ঘোচে কোনো দিন—
তবুও সামান্য মেয়ে তুমি।
অপূর্ব ব্যঞ্জনা শুধু
তোমার নামেতে আছে থামি।

আমার সপ্তর্ষি আজও
ঘুরে চলে গণ্ডীর রেখায়।

জীবনের অনেক আশায়
তোমার প্রাঙ্গন তলে
আমার কল্যাণ নিয়ে
যদি দীপ জ্বলে ;
যদি পাই
তোমাতে আমার উপচার।

আজও তাই
আমার সপ্তর্ষি ঘোরে
তোমার সীমায়।

বহুদিন পর দেখতে পেলাম তাকে—,
কালো মেঘ ভরা আকাশ আমার
বৃষ্টির সুরে ডাকে।
চোখের চাওয়ায় বিদ্যুৎ যদি
হঠাৎ চমকে যায়—
নিমেষ মাত্র দৃষ্টি মিলিয়ে
মন ভ'রে মন পাই।

আবার এসেছে বাদল-কলাপী দিন
আষাঢ়ের মেঘ ডাকে—,
বহুদিন পর চোখাচোখি পথে
দেখতে পেলাম তাকে।

সোনার জলে লিখেছি নাম
সে কথা জানালাম।
তোমারই নাম আমার মনের
রতন-জ্বলা শিখা—
নামের মত তুমিও তাই
জ্বলেছ অনিমিখা।

গভীর রাতের স্বপ্নগুলি
তোমার কথায় ভরে—
কল্পলোকের কল্পনাতে
যতই আবেগ ঝরে,
সে সব ছবি জাগাতে সাধ
সুরের দেহলীতে—
তোমাকে তাই রূপ দিয়েছি
আমার রাগিণীতে।

তোমার ছবি আমার মনে
জাগছে অবিরাম—
বুকের তলে সোনার জলে
তোমাকে লিখিলাম।

আমার আকাশে
শতদল কত মেঘ ভাসে—
তোমার দিগন্ত-মনে
ছায়া পড়ে তার।
পৃথিবী আঁধার হলে
ফুল ফোটা বনে
হাস্নুহানার গন্ধে কত অভিসার।

সমস্ত আকাশ কাঁদে
শ্রাবণ ধারায়
সূর্য-হারা-মেঘে—
কদম্ব-আকুল বনে
বেদনার সূর্যমুখী
তবু থাকে জেগে।

অনেক দুরন্ত দিন
কেটে গেছে তোমার ছায়ায়,
চোখের মায়ায়
মুছে গেছে জ্বালা ভরা রাত।
এখন এসেছে অবসাদ—
(শুভ্র কেশ কেতন ওড়ায়),
আকাশেতে সাদা মেঘ ভাসে—
শান্ত দিন,—শান্তিরা কোথায় ?

তুমিও কোথায় আজ—
চোখের আগুন নিভে গেছে,
এখন কেবল ভেবো
এসেছিলে স্বপনের
খুবই কাছে কাছে।

যৌবন-বিষুবরেখা
হয়ে গেছি পার—,
তবু কাঁদে মন।
দুরন্ত দুপুর রোদে
জীবনের ছিল আয়োজন।

মঞ্জীর নিক্বণ নয়,
মন্দিরার থেমেছে আকূতি—
চারিদিকে শোনা যায়
শুধু হাহাকার ঃ
অভিশপ্ত পৃথিবীর ব্যর্থ অনুভূতি।

এরই মাঝে দেখেছি কখন
আকাশের ঘন নীলে
কৃষ্ণচূড়া আবির-ভূষণ,
আর মনে শিঞ্জি তোলে
ছন্দে, লয়ে, তালে—
তোমার আশ্চর্য নাম
—গানের মতন ॥

সুস্মিতা তোমার নাম
তবুও তু'চোখ ভরা জল,
পৃথিবীর প্রান্ত হতে
আকাশের প্রত্যন্ত সীমায়
ব'য়ে চলা বেদনা সম্বল।
যদিও হাসির রেখা
তোমার নামেতে ভরে আছে
আনন্দের কণাটুকু
নাইক' তোমার ধারে কাছে।

তোমার নামের মেয়ে
আর যদি থাকে কোথা কেউ-
কখনো তাদের যদি
দেহ ভরা আনন্দের ঢেউ
ভেঙে পড়ে আমাকেই ঘিরে,
তোমার সম্মান সেই
তাদের প্রণাম হয়ে ফিরে।

কত মানুষের রীতির গল্প
 কত আয়ুধের করুণা,
ইতিহাস ভরা পাতায় পাতায়
 হাজার পশরা পর্ণা।

মন ছুটে চলে লক্ষ বছর পার—
নেতারা কখন হ'য়ে যায় অবতার।
শতেক বছর ঃ এক বৈঠকে গল্প,
 জীবনের দাম অল্প,
লক্ষ-মৃত্যু একটি গোলার ঘায়
উলুখাগড়ার দাম ত' কিছুই নাই।

আমিও যে প্রাণ
শত অনন্তে বুদ্বুদ একখানি—
একটু কেবল চোখের চাওয়ায়
সেইটুকু নিই জানি।
জাগর রাত্রি স্মরণ-স্বপ্ন দেখে
একটী মাত্র ছোট্ট কবিতা
ইতিহাসে যাই রেখে।

পৃথিবীর মেরু শেষে আকাশের স্বাদ-
সে আকাশে একদিনও
হৃদয়-শিশির ভেজা পাখী হতে সাধ।

কুয়াশার ঘেরাটোপে ক্লান্ত মন যত
বিহগ কাকলী গান শোনে অবিরত
সে পাখি ত' আমি নই :
প্রত্যাশায় ভরা প্রাণ
আকাশের শুধু কথা কই।

জীবনের সীমায় সীমায়
যে আকাশ ধরা পড়ে যায়
পৃথিবীর প্রান্ত শেষে ওঠে তারি গান-
স্বপন রচনা করে
সে আকাশ আমি শুধু
তোমাকেই করে যাব দান।

অনেক রাতের গান,
হঠাৎ জাগা মন—,
স্বপ্নে ভরা
সুরের ধারায়
আত্ম নিমগন।
ছন্দে তারই
আকাশ হারায়—,
ভালোই লাগে
আবার তোমায়—,
এলেম জেনো
বিলিয়ে দিতে
ফিরিয়ে পাওয়া মন।

তোমার চোখে
ছন্দ দোলে,
আমার মন জাগে।
অনেক রাতের
গানের স্রোতে
নিবিড় অনুরাগে॥

প্রতি নিশ্বাসে কামনা আমার
প্রতি কামনায় মায়া—
জীবন ছন্দে নাচে জীবনের ছায়া।

কোন চামেলীর দূরের গন্ধ,
রঙ ভরা রঙ্গন—
আকাশ মাতাল কত সাদা মেঘ :
স্বপ্নের আয়োজন ;
প্রতি নিমেষেই
চায় আমাকেই
আকুল আলিঙ্গনে
চম্পক কলি আঙ্গুল ছোঁয়ায়
মীড় জাগা কম্পনে।

সব আছে জানি আমাকেই ঘিরে,
আমারও চাই যে সব—
চারি দিক ভরা পৃথিবীর কলরব ;
সেই ত' জীবন—শত জীবনের ছায়া,
আকাশ পাতাল
পৃথিবী মাতাল
ভরা কামনায় মায়া।

যদি হই মেঘ-কাঁপা বন
নিবিড় ছায়ার ফাঁকে
স্বপ্নে তুলে আলোর স্পন্দন-
তোমার প্রান্তর-মনে
গানের কলিটি রেখে যাই
ঃ সে আমার আত্মপরিচয়।

যদি হই শ্রাবণের দীঘি
বৃষ্টি কাঁপা বুক ভরে
তোমার ছবিটি তুলে যদি
তৃপ্ত হই নিজেরই সম্মানে—
সে আত্ম-সাধন শান্তি
তোমারই ত দানে।

দুপুরের জ্বালা হতে সাধ
দুর্বার সূর্যের দাহে
এনে অবসাদ
কামনা জাগায় মনে মনে,
ঘাম ঝরা ক্লান্তি নিয়ে
তোমাকে বরণ করি নতুন সম্মানে

প্রদীপের আলোক শিখায়
দেওয়ালে তোমার ছায়া ফেলে—
নতুন তোমার রূপ ঃ
কত প্রতিচ্ছবি
আমার আলোকদৃষ্টি
জাগায় উদ্বেলে।

আমার ভাবনা মেঘে
নামে না প্লাবন—
ঝড়ে তারা উড়ে যায় ;
জীবন নিভানো রাতে
ফুরায় শ্রাবণ।

বসন্তের করিনি কামনা,—
ইচ্ছার গোপন কোণে
যে বর্ষা উন্মনা
ব্যাকুল আহ্বান নিয়ে
এল বারবার—
প্রতিহত হ'ল তারা ;
পুঞ্জিত ব্যথার
স্পর্শ পাওয়া জীবন সাধন।

আমার শ্রাবণ এল'
এল' না প্লাবন॥

অনেক দেখার মাঝে
অকস্মাৎ যাকে দেখে
হৃদয় উন্মনা,
মনের গোপন কোণে
সঙ্গ যার করেছি কামনা,
কাল হল নিরবধি
সব-ভোলা যার মুখে চেয়ে—
স্বপনে চেয়েছি যারে
তুমি সেই সোনামুখী মেয়ে।

বসন্তের অবসানে
ঝরে পড়া দু'একটী কৃষ্ণচূড়ার মত
তোমার উদ্দেশে রেখে গেল
কয়েকটী কবিতা ঃ
নরম অনুভূতি আর
অপূর্ব রঙের আবেশ নিয়ে।
ধরিত্রীর মত তুমি তা' গ্রহণ করেছ—
(শ্যামল আস্তরণে ফুলের প্রলেপ),
কালে কালে তা' ম্লান হবে
মিশে যাবে মাটীতে
—সেই বুঝি তাদের সার্থকতা।

তুমি বোঝ না
কিন্তু আমি জানি, ধরিত্রী,
তার রঙের আবেগ
তোমারই রসে মঞ্জরিত।
তাকে সে তোমার ধূলিতেই
মিশিয়ে দিল—
অন্ধকারে লুকিয়ে যাওয়া আলোর মত
একান্ত আত্মহারায়।
—এই তার শেষ পরিচয়।

আবার এসেছে বাদল কলাপী দিন—ঃ
সে কথা বলে না মন,
ঋতুচক্রের কেবল আবর্তন।
ঘনঘটা হীন এসেছে বাদল দিন।

বিবর্ণ ঘাসে জীবন প্রচেষ্টায়
মেঘের শান্তি আনেনি সঞ্জীবন—
রুক্ষ পথের অমৃত পাথেয়
নামেনিক' বরিষণ।

সান্ত্বনা চাই আকাশের পানে চেয়ে
কোন মেঘদূত শান্তি ফিরাবে মনে—
দিন গুণে গুণে আষাঢ় এসেছে ফিরে—
বাদল আসবে কাদের নিমন্ত্রণে।

রাত্রির সুরভি স্নিগ্ধ প্রশান্ত আকাশে
জীবনের তারাগুলি জ্বলে—
স্বপ্নের অসংখ্য স্মৃতি কত কল্পনায়
ভেসে চলে ছন্দের কল্লোলে।

রোদ জ্বলা দিন আর
কান্না ভরা মন
শেষ বুঝি হল' তাই
এত আয়োজন।

সাদা ফুল সুগন্ধ ছড়ায়—
কামনার বৃন্তে বৃন্তে রাত্রির সুরভি
স্পন্দিত জীবনে রচে নতুন অধ্যায়।

আশা হারা মনে জ্বলেনা প্রদীপ
সংগীতে মূর্ছনা—
তন্দ্রা-আহত রাত্রি ভুলেছে
সুন্দরে বন্দনা।

কত বসন্তে অনেক ছন্দ
জাগাল বনের ফুল,
বৈশাখী দিনে তাদের স্মরণ
হয়ত মনের ভুল।
চ্যুত মঞ্জরী পাতায় পাতায়
ধূলি-পৃথিবীর হৃদয় মাতায়—
তবু আশা হারা মৌন মনের
নাইক' সম্ভাবনা—
ঃ তন্দ্রা-আহত রাত্রি ভুলেছে
সুন্দরে বন্দনা॥

আত্মার মালঞ্চ ঘিরে
বেদনার কুসুম ফোটাই ঃ
আমাদের রীতি জানি
তবু খুঁজি সীমানা কোথায়।

ক্লান্তি মানা জীবনের
পয়নালী বেয়ে—
(দেখি, শুধু শুনি)—
দিকে দিকে সমারোহ,
দশ দিক ব্যেপে
আনে ওরা উন্মাদনা—,
কত শক্তি, কত অপচয়—
পৃথিবী হারায় দিশা
তার মাঝে আমাদের
    সীমানা কোথায় ?

কি চাই, কি পাই—,
আত্মকেন্দ্রী সার্থকতা
জের টানা চলে নিরাশায়।

ওরা ছুটে চলে
প্রলুব্ধ জীবন বেয়ে শত কোলাহলে,
আমার বেদনা নিয়ে
কুসুম ফোটাই—
—জীবনের চরিতার্থ সীমানা কোথায় ?

শীতের সংকেত নিয়ে
পাতা ঝরে পৃথিবীর পায়—
গান থামা ঘুম নামে
পাখীদের নিস্তেজ কুলায়।
আকাশের কুয়াশায় জাল
মুছে ফেলে রঙীন বিকাল,
ঘন করে মিলন কামনা
—তুমি তবু এখনো এলেনা।

অবাধ্য মৃত্যুর মত
ব্যর্থ প্রতীক্ষায়—
পাতা ঝরা ব্যবধান
তোমায় আমায়।

যদি সে আবার ফিরে আসে,
যদি তার মনে পড়ে যায়—
আছি বসে সেই প্রতীক্ষায়।

রূপ-রস-ছন্দে ভরা পৃথিবীতে
ক্ষণ পরিচয়
দু' জনায় করেছে আকুল :
মনের জ্যোৎস্না মাখা
দেহের চামেলী
আকাশের রঙে অনুকূল।

যদি সে কখনো ফিরে আসে—
ডালিখানি ফুলে ভরে
সেই উপচার—
সাজিয়েছি মধু দিয়ে
হৃদয় আমার।

বসে থাকি তারই প্রতীক্ষায়—
পরিপূর্ণ দিন গুলি
যদি তার মনে পড়ে যায়॥

কে শোনাবে গান—
পৃথিবীর প্রান্ত শেষে
জীবনের কে দেবে সম্মান।

দিন কাটে ব্যর্থ বেদনায়,
অমৃতের করে অবসান—
সরীসৃপ কুৎসিতের গুহায় গুহায়
ক্ষতি মেনে ক্ষয় হয় প্রাণ।
অনুর্বর জীবনের ভ্রষ্ট অভিসারে,
বেদনার ভারে
স্বপ্ন পলাতকা—
আনন্দ বিহীন লোকে শুধু বেঁচে থাকা।

পৃথিবীর প্রান্ত শেষে
পূর্ণের সন্ধান
জীবনকে করে মূল্যবান।
—কে শোনাবে গান।

সব মায়া আকাশের ঃ
রামধনু রঙ,
হঠাৎ ঝলক দেওয়া
শান্তি সমীরণ—
কল্পনায় শুধু শেষ হবে ;
একটু মিষ্টি হাসি
তাও অকারণ—
মুছে যায় মৃতগন্ধা গোলাপ সৌরভে।

পৃথিবীর সব দিক ছেয়ে
জীবন চেয়েছে যারা অসীম আগ্রহে—
জানি তারা ব্যর্থ হবে
নিভে যাওয়া দীপের মতন।
কামনার সব আন্দোলন
বৈশাখের শ্বাসে
ঝরে যায় শাখাচ্যুত
বর্ণহারা পাতার প্রকাশে।

এপারেও ছায়া নামে
ওপারে আঁধার—
জীবনকে বেঁধে রাখা
—পৃথিবী ঘোমটা ঢাকা
ছন্দহীন বন্ধ কারাগার।

সে দিন গিয়েছে চলে
(উজ্জ্বল প্রহর)
দু'জনেই হাতে হাত
চোখে চোখ রেখে—
সঙ্গ সুখে মুগ্ধ প্রাণ
কল্পনার মালা গেঁথে গেঁথে।

এখন সকলি ফাঁকি,
মরা পৃথিবীর
পারে পারে হতাশ্বাস
পথে পথে ভীড়।
কবিতা কি গান—
সবই ত' হয়েছে অবসান

তবু বেঁচে রই—
দেখা হলে দু'জনেই
ভদ্রতা মুখোস পরে
হেসে কথা কই।

আবার শরৎ এলো
সাদা মেঘ ছেয়েছে আকাশ—,
কাশ ফুল হেথা নাই
হয়ত বা ফুটেছে কোথাও।
আমাদের নগরে নগরে
সোনা নয় দুপুরের রোদ—
বাজারে অতৃপ্ত কোলাহল
আত্মমূল্যে জীবনের শোধ।

অবসন্ন জীবনের পথ
সন্ধ্যা ভরা আবির উধাও—
তবুও ত' সাদা মেঘ ভাসে
কাশ ফুল ফুটেছে কোথাও।

আবার শরৎ এলো
বর্ষচক্রে নিয়মের মত—
আমাদের সময় ত' নাই
জীবন যে জীবিকা উদ্যত।

জীবনের মাধবী মঞ্জরী—
একে একে মুছে যায় ক্লান্ত জনস্রোতে।
গোধূলীতে চম্পারা মলিন,
থমকানো কাকলীতে দিশেহারা সুর
—পৃথিবীর এই পরিচয়।

সুবর্ণ নদীর তীরে
বসন্তের গান
হারিয়েছে সুর তার কর্মব্যস্ততায়,
স্বপনের মায়া মরে
বিলুপ্তির মাঝে—,
সন্ধ্যাতারা কুয়াসা মলিন ॥

আরও কি রয়েছে বাকি ?
সর্বহারা পৃথিবীর তটে
আদর্শের পথ বেঁকে যায়—,
নতুন সমুদ্রতীরে
পাড়ি দেওয়া সাধ—
অসম্ভব জেনেছি কেবল ॥

শীতান্তের পাতা ঝরা গান—
জানি তারা এনে দেয়
বসন্ত নবীন।
আমার মুকুল ঝরা
ফেরেনা তবুও।

মাধবী মঞ্জরী আজ
গোধূলি মলিন,
দিশেহারা স্বপনের সুর,
—আমাদের এই পরিচয়

কত দিন ক্ষয়ে গেছে
কত রাত্রি হয়ে গেল পার—
যুগ হতে যুগান্তর
শুধু ইতিহাস।

তাতার আজিও ছুটে
তৈমুর উৎসাহে,
ক্রুশ কাষ্ঠে কত যিশু
হ'ল বলিদান,
কত রাজ্য সমারোহ
ধর্মযুদ্ধ, কত কাপালিক—
পৃথিবী শুনেছে দিন
দীর্ঘ স্তব্ধতায়।

ন্যায় দণ্ড বার বার নুয়ে পড়ে শুধু।

সৃষ্টির সংকল্প যজ্ঞে
পূর্ণাহুতি হয়নি এখনও :
মানুষের পাইনি উত্তর।
(প্রতি দিন মানুষের করেছি কামনা।)

কত দিন কত রাত
আরও হবে পার।

ব্যথার আবেশটুকু ভুলে—
কেন থাকা, কেন বাঁচা,
জীবনকে বেঁধে রাখা শামুকের খোলে

অনিত্য সংসার—
জানি সবইত' অসার,
রঙ্‌ মোছা পৃথিবীর এই কারাগার।
প্রীতিহীন, ব্যর্থ জগতের
ভার বয়ে টিকে থাকা,
জন্ম দিয়ে নব আগতের।
—এইটুকু জেনে শুধু
আর সবই ভুলে—
গান নয়, মায়া নয়,
আত্মকেন্দ্রী মহিমায়
বেঁচে থাকা শামুকের খোলে।

অনন্ত শিব নীলকণ্ঠের
দেখেছি আসব পান—

স্বপ্ন-পৃথিবী মুছে নিতে চায়
তীব্র সে হলাহল।
মত্ত ঐরাবত
আসব বিকারে পৃথিবী কাঁপায়
বুদ্ধ হত্যা পণ—
সম্মুখে তার তথাগত নিশ্চল।

মানুষ যদিও মুক্তি পায়নি
তবু মুক্তির আশা—
মরে যত মহাপ্রাণ ঃ
জীবনের খোঁজে জীবন দানের
অদ্ভুত প্রত্যাশা।

ক্রুশের চিহ্নে আত্মজীবন দান।

তীব্র সে হলাহল—
অনন্ত শিব নীলকণ্ঠের
অকাতর বিষপান।

চূর্ণী

মায়া ভরা স্পন্দিত স্বপন
প্রাণে এনে যে অনুরণন
রেখে যায় জীবনকে ছেয়ে
—আমার জীবনে চন্দ্রা
তুমি সেই মেয়ে।

* * *

আকাশের বুকে
সোনার জ্যোৎস্না জ্বলে—
সে আলোয় শুধু
তোমায় চিনব' একা,
তোমার স্বপ্ন
মনের গহন তলে—
আলো আঁধারের
মাঝখানে যাবে দেখা।

* * *

আমার গানের দল,
দরদহারা ভিড়ের দিকে
তাকাস কেন বল ?
হারিয়ে যাওয়া তোদের যত দাবী
ওদের কেনা বেচার মাঝে
কোথাও কিরে পাবি ? (এজ্‌রা পাউণ্ড)

আকাশে আজ অনেক আয়োজন—
রঙ্‌ ফেরাবার দিনের আলোয়
কাজ ভোলাবার রঙ্‌।
*   *   *

আমায় ছেড়ে কখনও কি
আমার হৃদয় হারায় ?
গভীর রাতের স্বপ্ন দেখায়,
দূর আকাশের তারায়
আত্মবিলোপ সম্ভব কি ?
অন্ধকারের ক্ষীণ জোনাকি
আভাস কিছু হয়তো জানায়—
তবু জানি আমার মনে
আমিই আছি কানায় কানায়।
*   *   *

আকাশে আজ অনেক রঙের খেলা,—
ইন্দ্রধনু জমায় আসর,
পাল তোলে মেঘের মেখলা,
উচ্ছ্বসিত কৃষ্ণচূড়া ইশারায় ডাকে—,
চোখ মেলে দেখি সবই
—মনে পড়ে তাকে !

তোমার বিস্মৃত নাম
ধূলি হতে কুড়িয়ে নিলাম।
ওরা ত' চেনেনা নাম
জানে না তোমায়—
তোমার নামের দীপ্তি
পৃথিবীর গানে আর
অমর্ত সীমায়।

*   *   *

মেঘের কিনার ঘিরে
সোনালী রেখায়
দিগন্তে পৃথিবী যত
কথা বলে যায়—
হেমন্তের ভরা মাঠে
তাদের সংকেত,
পূর্ণ-শীর্ষ-অবনত
প্রণাম জানায় ধানক্ষেত।

*   *   *

কিছুই মানিনা—
রোদমাখা মাটীতে জন্মের আগেও
কিছুই ছিলাম না;
মরব যখন
কিছুই থাকব না।
অন্ধকার চিরন্তনী, প্রণাম নিও। (অনুবাদ)

কলস্বনা কল্লোলিনী নয়—
পর্বত-স্থবির মৃত
আমার হৃদয়।

হ'ল সে অনেক দিন
ম্লান হয়ে মরেছে মূর্ছনা,
সমস্ত জীবন ভরে
রেখে গেছে শুধু এক দেনা।
বসন্তের মৃত হাসি
বেদনায় ম্লান—
গোধূলি দিগন্ত রঙ্
আজ অবসান।

জীবন ত' কল্পনার
অপভ্রংশ নয়—
পাষাণ স্থবির হয়ে
মরেছে হৃদয়।

পৃথিবীর সব নদী কোনো দিন
যদি যায় মরে—
তখনো আশ্চর্য এক ক্ষীণ
ভাগীরথী তোমাদের বাণীর নির্ঝরে
রেখে যাবে গঙ্গোত্রীর সীমা।
অবলুপ্ত জগতের একটী মহিমা
ধরণীর শান্তির সিঞ্চন।
তাপদগ্ধ পিপাসায় যত অভাজন
পাবে ফিরে আত্মচেতনায়
কবির মুখর গীতি। উদাসী হাওয়ায়
মনে হবে সব মুছে যাক,
মিলনের ব্যথা নিয়ে থাক
সূর্যের প্রসাদ দীপ্ত পঁচিশে বৈশাখ।

সুবর্ণরেখার তীরে
পৃথিবীর নাম—
আকাশের দেবতাকে
পাঠাল প্রণাম।

অসতর্ক সঞ্চরণে
স্রোতে নিয়ে বালুকা-প্রণাম-
সুবর্ণরেখার জলে
পৃথিবীর নাম লিখিলাম।